UNITED NATIONS NATIONS UNIES

THE SECRETARY-GENERAL

MESSAGE ON WORLD HUMANITARIAN DAY

19 August 2016

১৩০ মিলিয়ন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মানবিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। এক সঙ্গে সাহায্য প্রত্যাশী এই মানুষগুলো পৃথিবির দশম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা ।

এই সংখ্যাটি আসলেই চাঞ্চল্যকর, তবুও এটি গল্পের অংশবিশেষই প্রকাশ করে। এই পরিসংখ্যানের বাইরে আছে সেই সব ব্যাক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায় যাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, শিশু, নারী এবং পুরুষ যারা প্রত্যেকদিন অসম্ভব বিষয়কে মোকাবেলা করছে, তারা আপনি-আমার চেয়ে আলাদা কেউ নয়। তারা বাবা-মা, যাদেরকে তাদের শিশুদের জন্য খাদ্য এবং ওষুধ কেনার মধ্যে যেকোনও একটিকে বেছে নিতে হয়, আছে শিশু যাদেরকে স্কুলে যাওয়া আর তাদের পরিবারকে সহায়তা করতে কাজে যোগদানের যেকোনও একটি বেছে নিতে হয়। আছে পরিবার যাদেরকে অবশ্যই তাদের বাড়িতে বোমা হামলার ঝুঁকি নিতে হয়, অথবা সাগড় পাড়ি দিয়ে পালাবার ভয়ংকর পথ বেছে নিতে হয়।

এসব মানুষকে এরকম কঠিন-তীব্র পরিস্থিতিতে ফেলেছে যে সংকট, তার সমাধান সহজ নয়, দ্রুত পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা করতে পারি আজ এবং প্রতিদিন। আমরা সহানুভূতি দেখাতে পারি, আমরা অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারি এবং আমরা পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারি।

বিশ্ব মানবিক কর্মকাণ্ড দিবস প্রতি বছর কষ্ট লাগবের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দেয়। মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মী এবং সেচ্ছাসেবক, যারা সংকট মোকাবেলায় মাঠ পর্যায় কাজ করছে, এটি তাদের সম্মান জানানোর একটি উপলক্ষও। যারা অন্যকে সহায়তা করার জন্য অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে আমি তাদের অভিবাদন জানাই ।

আজ, আমি সবাইকে জাতিসংঘের "World You'd Rather" প্রচারণায় অংশগ্রহণের আহবান জানাই। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহানুভূতি তৈরির পাশাপাশি এই প্রচারণার অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য হলো জাতিসংঘের Central Emergency Response Fund এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং মানবিকতার বার্তাবাহক হিসেবে সর্বত্র মানুষের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা। প্রত্যেককে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে মানবিকতাকে সর্বাগ্রে নিয়ে আসার দাবি তুলে ধরতে হবে।

এই বছরের শুরুর দিকে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত প্রথম World Humanitarian Summit এ ৯০০০ অংশগ্রহণকারী জড়ো হয়েছিলেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দ্বন্দ্ব, দুর্যোগ এবং তীব্র বিপন্নতায় বসবাসকারী মানুষের জীবন পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা মানবিকতা বিষয়ক ইস্যুতে এবং কাউকেই বাদ না দেওয়ার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

এই প্রতিশ্রুতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রারও প্রাণ। মানবাধিকার, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের উপর মূল আলোকপাত করে এর ১৭টি লক্ষ্য প্রয়োজন এবং ঝুঁকি কমানো এবং শান্তি, মর্যাদা এবং সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টির একটি পৃথিবি তৈরির ১৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা। এই সামষ্টিক উদ্যোগ সফল করতে প্রত্যেককে তার কর্তব্য পালন করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই কিছু বদলাতে পারি। এই World Humanitarian Day তে, আসুন আমরা মানবিকতার নামে ঐক্যবদ্ধ হই এবং দেখাই যে, আমরা কাউকেই বাদ দিতে পারি না, দেবও না।

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাবানুবাদঃ কোস্ট ট্রাস্ট)